সচিত্র ভারত

আর্ট প্রেস

২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১ আনা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

SACHITRA BHARAT

'Phone Cal. 2510.

(A weekly journal featuring illustrated topical news, sports, stage & screen, humorous drawings, cartoons, etc., etc. Non-political, non-sectarian. Published in Bengali and in Hindi every Saturday by the ART PRESS, 20, British Indian Street, Calcutta.)

CIRCULATION DEPT.

1. Price of *Sachitra Bharat* is one anna per copy inland and annas two per copy foreign.

2. Rates of Subscription:—Rs. 2/- for six months, Rs. 3-8 for twelve months including postage inland and Rs. 7/- annually for foreign.

3. Subscription payable in advance and the period of six or tw ye months is charged from the week of commence t of supply.

4. A tances to be sent to the Manager, *Sachitra B arat,* 20, British Indian Street, Calcutta.

ADVERTISEMENT DEPT.

1. Copy and relative blocks (if any) for insertion of advertisements should reach us at least two weeks before the date of Publication.

2. 133 line-screen blocks are suitable for the art paper on which *Sachitra Bharat* is printed.

3. No extra charges are made if matrices are supplied instead of stereos or blocks.

4. Designs and sketches for advertisements are supplied by us free, and blocks are made at a reasonable cost.

5. For Advt. rates and other particulars please write to or call on the Advt. Manager at 20, British Indian Street, Calcutta.

EDITORIAL DEPT.

1. The Editor will be pleased to *consider* short comic skits with illustrations, photographs relating to topical news; cartoons and humorous drawings for publication in *Sachitra Bharat*.

2. Materials not selected for publication cannot be returned unless sufficient postage stamps are enclosed for return.

3. All correspondence regarding the Amateur Photography page and matters relating to Editorial Dept. should be addressed to the Editor, *Sachitra Bharat*, 20, British Indian Street, Calcutta.

Manager,
SACHITRA BHARAT.

সচিত্র ভারতের নিয়মাবলী

১। সচিত্র ভারত প্রতি শনিবার কলিকাতায় এবং রবিবার মফঃস্বলে বাংলা এবং হিন্দিতে প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে সর্ব্বত্র প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা; ভারতের বাহিরে মূল্য দুই আনা; বার্ষিক মূল্য সাড়ে তিন টাকা ও ষাণ্মাসিক দুই টাকা। ভারতের বাহিরে বার্ষিক মূল্য সাত টাকা। ভি, পি, যোগে পাঠাইতে হইলে ভি, পি, খরচ বাবদ অতিরিক্ত ৶৹ আনা দিতে হয়।

৩। যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যায়, সেই সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়।

৪। টাকা, কড়ি, প্রভৃতি ম্যানেজার, 'সচিত্র ভারত' এবং ফটো প্রভৃতি সম্পাদক, 'সচিত্র ভারত', ২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

৫। উপযুক্ত টিকিট দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত ফটো প্রভৃতি ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে অথবা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেই জানা যায়।

ম্যানেজার,
সচিত্র ভারত
২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্, মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত-সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও মূর্চ্ছা, মৃগী, হিষ্টিরিয়ার রোগী আরোগ্য করিয়াছে—
মূল্য প্রতি শিশি ৫৲

এস্, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭-৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও ৩৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীপ্রবোধকুমার সমাদ্দার, এম, এ

আর্ট প্রেস, ২০ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মন্দির পথে

[শিল্পী—শ্রীঅরবিন্দ দত্তের সৌজন্যে]

সচিত্র ভারত

SACHITRA BHARAT

২য় বর্ষ শনিবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ [13th Feb., 1937] ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

সচিত্র ভারত দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। বহুজনে বহুভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই সমবেতভাবে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, আমাদের দ্বিতীয় বৎসরেও কথাশিল্পী, চিত্রশিল্পী, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

* * * * *

বাজারে বহু সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। তাঁহারা নানা ভাবে নানা কথা কহিয়া থাকেন; পাঠকদের সহিত আমাদের পরিচয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমরা কথা দ্বারা মনকে আচ্ছন্ন করিতে চাহি না, ইঙ্গিতে কোনও বিষয় বা বস্তুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই সরিয়া পড়ি। শ্রবণ-পথ অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয়কেই আমরা অধিক মর্য্যাদা দিতে চাই।

* * * * *

কারণ এটা ব্যস্ততার যুগ। লোকের সময় অত্যন্ত কম। বহুমুখী কর্ম্মের গতিবেগে এ যুগের মানুষ উন্মাদ আগ্রহে ছুটিতেছে। দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কাহারও কথা শুনিবার সময় নাই। কিন্তু আমাদের বলিবার কথা আছে। এই গতির মুখেই সেই সকল কথা আমাদের শুনাইতে হইবে। তাই আমরা নানা চিত্র ও ব্যঙ্গ চিত্রের সাহায্যে অতি সংক্ষেপে আমাদের কথা বলিতে চাই। যুগধর্ম্মকে আমরা শ্রদ্ধা করিতেছি—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। আশা করি, ভবিষ্যতেও আমরা এই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে পারিব।

* * * *

আমাদের নিজস্ব মতামত বা ধারণা দিয়া আমরা আমাদের পাঠকমনকে বিভ্রান্ত করিতে প্রস্তুত নই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে আমরা data মাত্র দিয়াই খালাস, পাঠকেরা নিজেদের মনন-শক্তি প্রয়োগে নিজেরাই নিজেদের ধারণা করিয়া লইবেন অথবা মতামত স্থির করিবেন। যাহা দ্রষ্টব্য আমরা তাহাই দেখাইব, যাহা চিন্তনীয় পাঠক স্বয়ং তাহা চিন্তা করিবেন।

পৃথিবীতে সুখ দুঃখ হাসি ও কান্না সমান মাত্রায় বর্ত্তমান। আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে হয়তো বা দুঃখ ও কান্নার মাত্রাই বেশী। এই সত্য স্বীকার করিয়া লইয়াও আমরা হাসিকেই প্রাধান্য দিতে চাই। গোপন নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে কাঁদিবার অবসর আমাদের অনেক আছে। আমরা হাসি না, হাসিতে জানি না, এই কারণে আমাদের অস্বাস্থ্য ও পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। সচিত্র ভারত ব্যঙ্গ এবং হাসিকেই আমাদের জাতীয় মুক্তির পথ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এই হাসিকে আমাদের লঘুচিত্ততা জ্ঞান করিলে পাঠক ভুল করিবেন।

* * * * *

সুন্দর যাহা কিছু আমাদের চোখে পড়ে, বিচিত্র যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় আমরা তাহারই চিত্ররূপ পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিই, কারণ আমাদের বিশ্বাস দেহ ও মনকে সুস্থ রাখিতে হইলে সুন্দরের চর্চ্চা প্রয়োজন। নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়ার প্রতিও আমরা এই কারণে অধিক মনোযোগ দিয়া থাকি। ইটনের খেলার মাঠে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ গঠিত হইয়া থাকে, ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভারতের 'মাঠে-ময়দানে'ও নিশ্চয় বিফলে যাইবে না।

* * * * *

এ যুগে আমাদের মাতা, কন্যা ও ভগিনীদের উপেক্ষা করিয়াও আমরা চলিতে পারি না। সচিত্র ভারত নারী-প্রগতির সর্ব্ববিধ সংবাদ চিত্রাকারে পাঠকের নিকট বহন করিয়া থাকে। যে সকল দেশীয় মহিলা জীবনের কোনও বিভাগে উল্লেখযোগ্য কিছু করিয়াছেন এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান নারী-কল্যাণ ব্যাপারে উদ্যোগী আমরা প্রত্যেকেরই পরিচয় দিতে চেষ্টা করি এবং এই বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকলেরই সাহায্য প্রার্থনা করি।

* * * * *

হাসি, ব্যঙ্গ, চিত্র ও গল্প দিয়া আপাতদৃষ্টিতে পাঠকের মনোরঞ্জনই আমাদের উপলক্ষ্য হইলেও দেশের ও জাতির কল্যাণই আমাদের আসল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বেও চলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও চলিব—এইটুকু মাত্র নিবেদন করিয়া আমরা পুনর্ব্বার সকলের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কাউন্সিল নির্ব্বাচনে কলিকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রের দৃশ্য

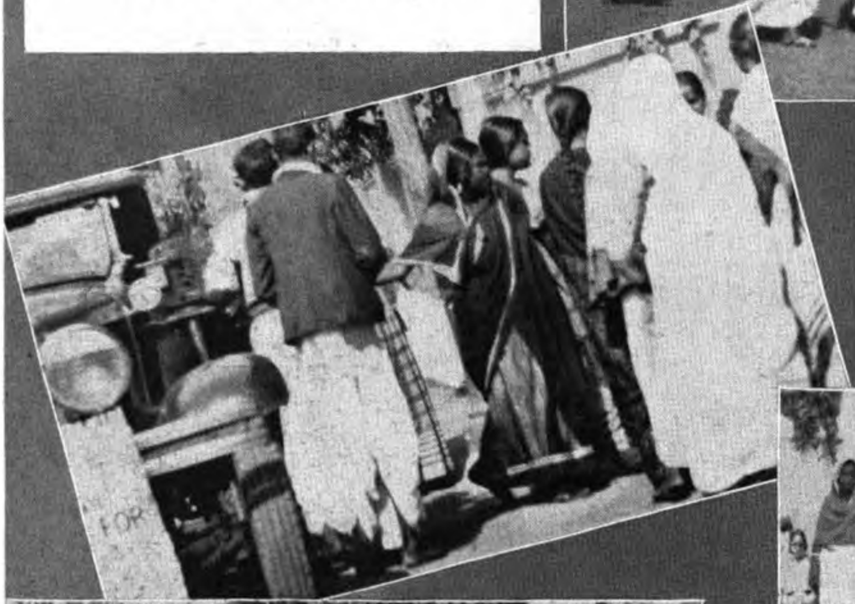

মাত্র এক বৎসর বয়সেই সচিত্র ভারতের মুদ্রণ সংখ্যা এই শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রের যে কোনও তিনখানির মুদ্রণ সংখ্যার অধিক।

এমেচার ফটোগ্রাফী

১। আলোক-বন্যা
ফটো— শ্রীরমেন তরফদার

২। চিন্তামগ্না
ফটো—শ্রীশোভনা সরকার

৩। খুসী
ফটো—শ্রীস্বদেশনারায়ণ মাইতী
মেদিনীপুর

৪। পড়ার ঘরে
ফটো—শ্রীকমলকুমার চক্রবর্ত্তী

৫। খোকা
ফটো—শ্রীঅমূল্যরতন রায়

"ক্যান্‌ভাসার"

"বনফুল"

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যথন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল সেই সময়টিতেই ক্যান্‌ভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি সৌখীন শাড়ী কেনার সথ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে সথ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে এই স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এই সব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন—"যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?—"

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দ্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্য্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্ করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

"মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—"

ভৈরব ফিরিয়া দেখে একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট সুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যান্‌ভাসার হীরালাল।

ক্যান্‌ভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার সহরে যাইবার কথা। যাইতেওছিল—কিন্তু ট্রেণে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড্' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেণ নাই। যদি কিছু 'বিজ্‌নেস্' হয় এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দ্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল—"আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশাই?"

"মাজন আছে—ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভাল হয়ে যাবে মশাই—ভাল মাজন আছে—"

"মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—"

"তাতো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—"

"ব্যবহার করে দেখুন—ভাল মাজন—"

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল—"কচু"—

হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে না—ভাল মাজন। ব্যবহার করে দেখুন—"

জে, এল, ও, সাইকেল ইঞ্জিন

অর্থাৎ

অটো-হুইল

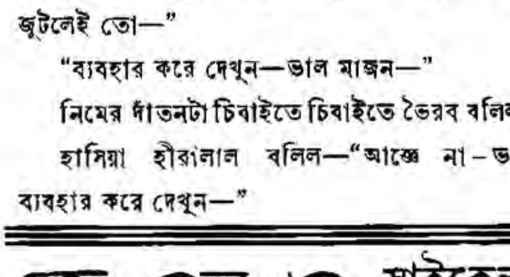

সব সাইকেলে ফিট করা যায়। সত্য সত্যই মোটর ও সাইকেল জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ২০০ মাইল গ্যালনে যায়। ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগেও যাইবে।

একমাত্র এজেন্টস্

বেণ্টিঙ্ক সাইকেল কোং

১।২ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

ফোন ১৭১৩ কলিঃ

হীরালালের ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল, "আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?"

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—"

ভৈরব একবার পিচ্‌ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

"মাজন নেবেন কি এক কৌটা?"

আর একবার পিচ্‌ ফেলিয়া ভৈরব বলিল—"সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত সৌখীন বাজে জিনিষ জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?"

বলিয়া সে আবার পিচ্‌ ফেলিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল, "বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।"

চতুর্থবার পিচ্‌ ফেলিয়া ভৈরব কহিল—"তাতে আপনার কি? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে! ওসব মাজন ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না—"

হীরালাল ক্যান্‌ভাসার হইলেও রক্ত-মাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল, "আপনিই কি এই গ্রামের মালিক?"

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যে নাই তাহা সত্য—কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এই সব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানই দুষ্কর—দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ্‌ ফেলিয়া ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে!"

"গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি?"

ভীম গর্জ্জনে ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান্‌—"

"আপনার মত ঢের মিঞা দেখেছি মশাই—"

ইহার পরই কিন্তু ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্য্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁপ জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল,

তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই! গরীব মানুষ—এই করেই কষ্টে-স্বষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—"

আর একবার পিচ্‌ ফেলিয়া ভৈরব বলিল—"আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন—"

ফোন নং কলিকাতা ৩৩৮২

মডার্ণ অপ্‌টিক্‌ হাউস

১১ নং এস্‌প্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা

সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

চক্ষু-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চশমা সংস্কার করা হয় ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইয়া থাকে।

আধুনিক প্রণালী - নবীন রুচি - স্বল্প মূল্য - সত্বর সরবরাহ

কোম্পানীর বিশেষত্ব

মাঠে ময়দানে

শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র

তৃতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্ খেলার পর অষ্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে যখন ব্র্যাড্ম্যানের খেলার গুণে জয়লাভ হ'ল তখন ইংলণ্ড দলের ক্যাপ্টেন অ্যালেন বিনয় ও পরিহাসের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়াকে উপলক্ষ্য করে বলেছিলেন, "Don't be cocky."

তিনি এই কথাতে ঠিক কি বল্‌তে চেয়েছিলেন, তিনিই জানেন—কিন্তু তাঁহার এই কথায় উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মৃদু হাসির সৃষ্টি হয়েছিল।

টেষ্ট্ ম্যাচের মত গুরুগম্ভীর ব্যাপারে হাস্যরসের স্থান বা অবসর কেমন করিয়াই বা সম্ভব! তাই সেদিনকার সেই হাসির টুক্‌রোটুকু এড্‌লিডে চতুর্থ টেষ্ট্ ম্যাচ্ সুরু হবার বহু পূর্ব্বেই শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল।

এই দুই দলের টেষ্টম্যাচ খেলার প্রসঙ্গে প্রথম দুইটি খেলায় ইংরাজ দল যখন নিজেদের সাফল্যে উৎফুল্ল, তখন ইংরাজ সমালোচক পরম আপ্যায়িত চিত্তে কথাটা হাসির ঢেউ তুলে বল্লেন, "—নাঃ অষ্ট্রেলিয়ানরা এমন কিছুই নয়! এরা এখনও কেমন করে নিজেদের খেলা মিলিয়ে শক্তিবদ্ধ দল সৃষ্টি ক'র্‌তে হয়, তাই শেখেনি। আর ডন ব্র্যাড্ম্যানের খেলাটাতে বোধ হয় ম'র্‌চে ধরে গেছে। তার খেলায় অসাধারণ কিছুই দেখতে পেলুম না।" এঁর কথার উপর রং চড়ালেন ইংরাজ ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী। তিনি তাঁর ছবিতে হাসির আবেগে ব্রিটিশ সিংহের মুখের হাঁ-টা কান পর্য্যন্ত টেনে দিলেন, আর তার চোখ দুটো পরিতৃপ্তির আরামে আফিমখোর কমলাকান্তের মত বুজিয়ে আন্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার নিগৃহীত লাঞ্ছিত আদিম ক্যাঙ্গারুটার ল্যাজের উপর দুটো গেরো চড়িয়ে দিয়ে ছাপ মেরে ছেড়ে দিলেন, আর এর লম্বা ল্যাজটায় আরো তিনটে গেরো চড়াবার জায়গা রেখে দিলেন।

তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট্ ম্যাচের খেলা শেষ হয়ে গেছে। ক্যাঙ্গারুটা দেখিয়ে দিয়েছে তার দুলো হাতের জোর সিংহের থাবা, নখ ও দাঁতের অপেক্ষা কিছু কম নয়।

এখন যে কথাটা মনে করে হাসি চাপা শক্ত বোধ হচ্ছে সেটা হ'ল ইংরাজ ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী এখনও পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত সিংহের প্রকৃত চেহারাটা আমাদের দেখালেন না বলে।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ইংরাজ দল ভরাডুবি হলেও ব্রিটিশ সমালোচক বিষাদের হাসি হাসবার চেষ্টা করেছিলেন। হ্যামণ্ড্ যে জগতের মধ্যে একজন সেরা খেলোয়াড় সে কথা সবাই জানে। খেলার মাঠের মারাত্মক অবস্থার মধ্যে তিনি যেরকম বে-পরোয়াভাবে ৩২ রাণ করতে পেরেছিলেন তাতে শত্রু মিত্র সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করেছিলেন। ইংরাজ সমালোচক যে তাঁর খেলার মহিমার লম্বা ফিরিস্তি দেবেন তাতে আশ্চর্য্য বোধ করবার কিছুই নেই—কিন্তু হাসি আসে যাঁর দাপটে ব্রিটিশ সিংহকে নাস্তানাবুদ হতে হ'ল, সেই দুষ্টলোক—ব্যাড্‌ম্যান্ বা ব্র্যাড্‌ম্যানের খেলার কথা সমালোচকপ্রবর অনেকটা নমো নমো করেই সেরে দিয়েছেন বলে।

ব্রাড্‌ম্যান্ যে একাই একশো, তাঁর খেলার স্বাভাবিক প্রতিভার যে এতটুকু হ্রাস ঘটেনি—সে কথাটা খেলা যাঁরা দেখেন নাই, তাঁদেরও বুঝতে বাকি রহিল না। ইংলণ্ড দলের ধুরন্ধর বোলার হ্যামণ্ড্, অ্যালেন, ভেরিটি, ভোসকে মেরে তিনি ছাতু বানিয়ে দিলেন—বোর্ড উপচে তাঁর রাণ বেড়ে চল্লো—শেষকালে ২৭০ রাণ করে তিনি বিদায় নিলেন। কিন্তু প্রবীণ ইংরাজ সমালোচক তাঁর খেলার প্রসঙ্গে বেশী কিছু বল্‌তে পারলেন না। তিনি লিখলেন, "ইংরাজ দলের এই খেলাটায় হার সুনিশ্চিৎ,—কিন্তু তা হ'লেও দ্বিতীয় দানের খেলায় এঁরা লম্বা রাণ তুলে দেখিয়ে দেবেন, এরা বড় কম যান না—এরা অষ্ট্রেলিয়ান্ খেলোয়াড়দের মনে complex এর সৃষ্টি নিশ্চয়ই করে দেবেন, যাতে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে এঁদের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ান্দের বুক কাঁপতে থাকে,—তারা যেন মনে করে বেরালের ভাগ্যে বেশী বার 'শিকে ছেঁড়ে' না।"

খেলার ব্যাপারে এই রকম উৎকৃষ্ট ধরণের "পেট্রিয়টিজম্" বা স্বদেশ-প্রেমিকতা দেখলে হয়ত বা স্পষ্ট কথার রাজা বার্ণাড্ শ ব'লে ফেল্‌তেন—"গুলি করো!" এ সব দেখলে হাসি আসে—স্পোর্টস্-এও—"প্রোপাগাণ্ডা!"

যাক্ চতুর্থ টেষ্ট্ ম্যাচেও ইংরাজদের হার হ'ল। তাঁরা কোন কসুর কর্ত্তে ছাড়েন নাই। প্রথম দানের খেলায় ব্র্যাড্-ম্যান্‌কে অল্পেই নামিয়ে দিয়ে অ্যালেন মুখখানা নাকি এমনি করেছিলেন যাতে মনে হয়েছিল এ কাজটা করা তাঁর পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। তিনি নাকি ব্র্যাড্‌মানের উৎপাটিত উইকেটের দিকে না তাকিয়ে পিছন ফিরে নিজের বল দেবার জায়গার দিকে ধীর পায়ে চলে গিয়েছিলেন—তাঁর মুখে নিজের সাফল্যে হাসির রেখাটুকুও দেখা যায় নাই। অবজ্ঞার অভিনয়টা অ্যালেন বেশ ভালই করেছেন বলতে হবে!—কিন্তু তাহ'লেও

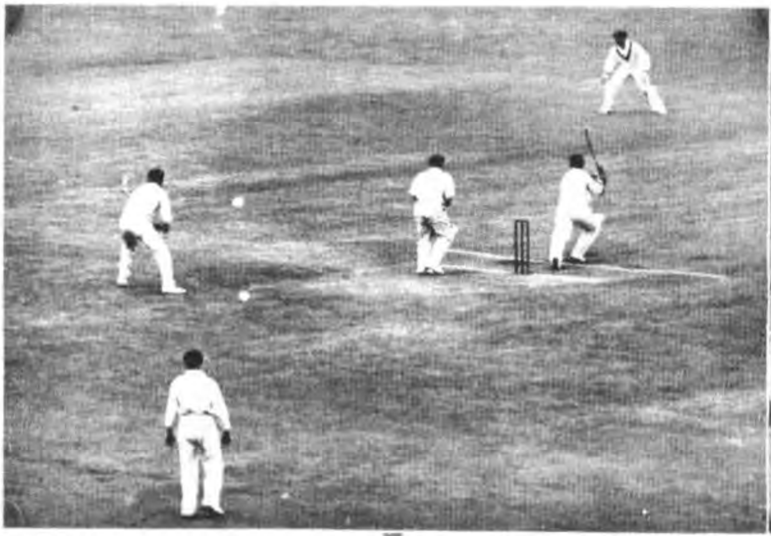

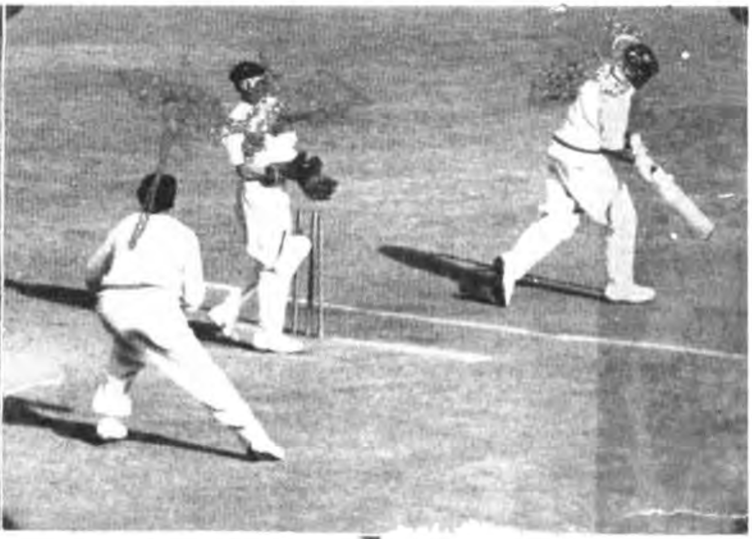

উপরে। মেলবোর্ণ টেষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড) শেষ দিনের খেলায় পি, এস. লেল্যাণ্ড একটি বাউণ্ডারি করিয়া ৯৯ হইতে স্কোর ১০৩-এ তুলিতেছেন।

নীচে। মেলবোর্ণ টেষ্ট শেষ দিনের খেলায় সিভার্স অ্যালেনকে ক্যাচ আউট করিতেছেন।

মেলবোর্ণ টেষ্ট শেষ দিনের খেলাশেষে স্কোর বোর্ডের অবস্থা।

উপরে। মেলবোর্ণ টেষ্ট শেষ দিনের খেলায় ফ্লিটউড স্মিথ এম্‌স্‌-কে বাউল্‌ড্‌ আউট করিতেছেন।

নীচে। মেলবোর্ণ টেষ্টে দ্বিতীয় ইনিংস-এ ব্র্যাডম্যান।

ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া মেলবোর্ণ টেষ্টের ছবি।

আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যের খবর অধিক সংখ্যক খরিদ্দারের নিকট অল্প আয়াসে সচিত্র ভারত পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

ব্র্যাড্ম্যান্ দ্বিতীয় দানে খেলতে এসে তাঁকে বেশ ভাল মতই বুঝিয়ে দিলেন—"**He laughs best who laughs last**"—তা সে হাসি মুখে ফুটুক বা না ফুটুক।

এই ব্র্যাড্ম্যান্ যখন প্রথম বিলাতে খেলতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর খেলার দাপট দেখে ইংরাজ দলের পাণ্ডাদের মধ্যে কারো কারো মনে "আইডিয়াটা" খেলে গিয়েছিল, "এঁকে পেশাদার বানিয়ে নিজেদের দলে খেলাতে হবে।" এই রকম খেলোয়াড় হাত করার অভিযোগ ইংরাজের বিরুদ্ধে নূতন নয়—খেলার ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় না দেখে, এতখানি তোড়জোড়ের চেষ্টা দেখলে, হাসি রাখা শক্ত হয়।

ব্র্যাডম্যান যে দিন খেলায় নাম করে ফেল্লেন, সে দিন থেকে শত সমষ্টি রাণ বা সেঞ্চুরির কদর নষ্ট হয়ে গেল। তার আগে খেলায় "সেঞ্চুরি রানার"—এটাই ছিল ব্যাট্স্ম্যান্দের মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। এর যশ ভেঙ্গে পড়্ল, যেদিন থেকে তিনি ব্যাট হাতে খেলার মাঠে নামলেন।

এই যশস্বী খেলোয়াড় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্স্ম্যান্ এ কথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে না। খেলায় তাঁর ঝোঁক চেপে গেলে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলারদের চোখে তাঁকে মূর্ত্তিমান্ দানব বা "**Devil Incarnate**" বলে মনে হয়। শত্রু-মিত্র খেলার মাঠে অবিরত ব্র্যাড্ম্যান্ ব্র্যাড্ম্যান্ করে থাকে—ব্র্যাড্ম্যান্ থাকতে বড় চেষ্টা করলেও অষ্ট্রেলিয়া দলের আর কারো নাম হবার সুবিধা নেই—তাই অনেক সময় এই দলে হিংসা, মনোমালিন্য প্রভৃতি দেখা দেয়—ইচ্ছা, অনিচ্ছাতেও, মানসিক অবসাদের ফলে অন্য খেলোয়াড়দের খেলার মধ্যে অবসাদের সৃষ্টি হয়। এটা না হ'লে, অষ্ট্রেলিয়া যে পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ্ জিতে রাবার জিতবে সে কথা জোর করেই বলা চলে।

মীরা স্নো

কমল আননের

কোমল প্রসাধন

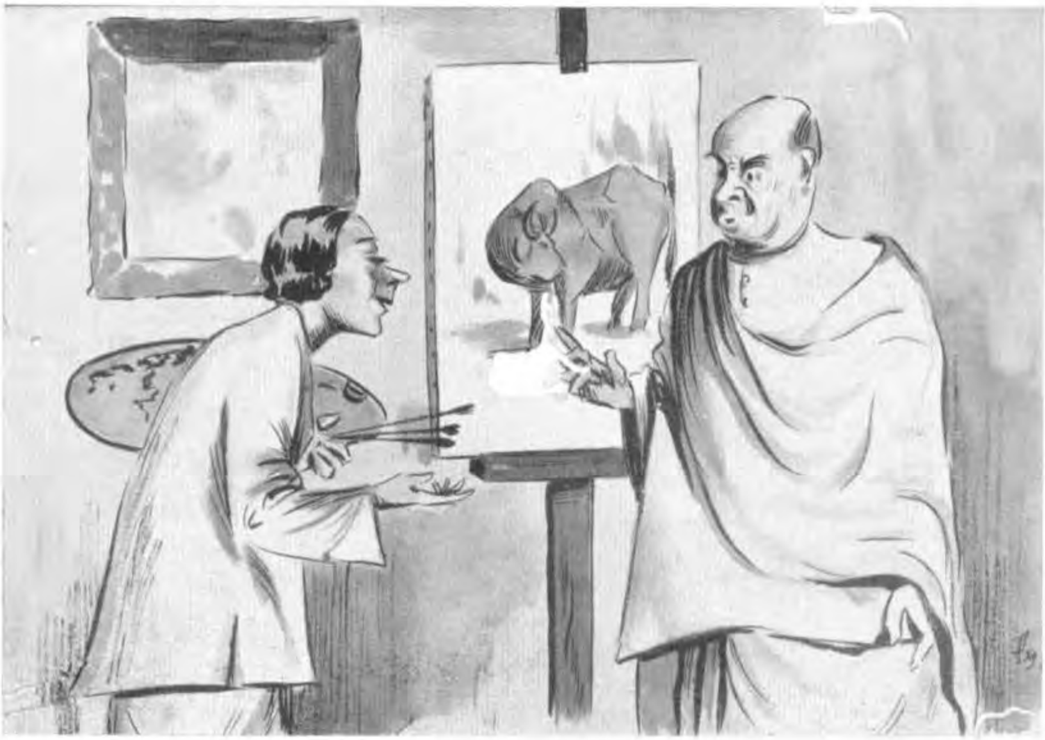

খরিদ্দার। এই কি আমার ছবি হয়েছে?
শিল্পী। আজ্ঞে হাঁ—আমি সাইকলজিকাল ছবি এঁকে থাকি

খরিদ্দার। এর সোজা উল্টো কিছুতো বুঝতে পারছিনে মশাই-
শিল্পী। চোখ খুলে পারবেন না চোখ বুজে দেখুন—আপনার ধ্যানলোকের মানসী দুহাত দিয়ে আপনাকে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছে। দেখুন—

ডাকে না-দেওয়া চিঠি

শ্রীপরাশর শর্ম্মা

ঝোঁকের মাথায় আমি এমন অনেক কাজ করিয়া বসি যাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয়। ঝোঁকের মাথার সঙ্গে মার নিজের মাথার কিছু অসদ্ভাব আছে, এবং সে কথা স্বীকার করিতে আমার লজ্জা নাই। অনেক সময় চিঠি লিখি এবং পরে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলি—অনেক সময় মনে মনেই চিঠি রচনা করি—এবং পরে তাহা চিন্তা করিয়া একটু হাসি। কিন্তু ভূমিকা না করিয়া আমার কিছু ব্যবহারিক নমুনা দিতেছি।

সেদিন এক থিয়েটারের মালিককে লিখিয়া বসিলাম—মহাশয়, আপনার থিয়েটার-গৃহ একটি অগ্নিকুণ্ড বিশেষ। দ্বিতীয়বার আমি আর ঐ কুণ্ডে ঢুকিতেছি না। সুতরাং টিকিট বিক্রি করিয়া যে লাভ করিতেছেন তাহা আমাকে বাদ দিয়াই করিবেন।

পরক্ষণেই মনে হইল, তাইত! থিয়েটারগৃহ সম্বন্ধে আমার এত মাথাব্যথা কেন? যাহার ইচ্ছা পুড়িয়া মরুক..........

আরও একটু পরে মনে পড়িল, পর সপ্তাহেই একটি উৎকৃষ্ট প্রোগ্রাম আছে, এবং তাহা দেখিব বলিয়া অনেকদিন হইতে আশা করিয়া আছি।

আর একটু পরে স্থির করিলাম, দেখিবই।

*   *   *   *   *

আর একখানা চিঠি :—

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন—

মহাশয়গণ, আজ আমাকে সাড়ে বাইশ টাকার যে বিল পাঠাইয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, আপনারা ডাকাত। আপনারা লিখিয়াছেন, আমি গত মাসের বিলের টাকা দেই নাই—ইহা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা। আমি সমস্ত টাকা আপনাদিগকে দিয়াছি, কারণ আমার পরিষ্কার ধারণা হইতেছে যে আমি দিয়াছি।

আমার এই ধারণাকে আপনাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। আমার স্ত্রীরও স্মরণ আছে, তিনি আপনাদের বিল-কলেক্টরকে—অন্ততঃ একদিন বিল-কলেক্টরকে টাকা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া হিসাবটাই দেখুন না। আপনারা আমাকে অবাক করিলেন! এক মাসে ষ্টোভের কারেণ্ট খরচ এত! দশ টাকার! ইহা একেবারেই অসম্ভব। আমরা অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে থাকি, এবং আমরা যতটা রান্না করি তাহা যদি আপনাদের কেহ রান্না করিতেন তাহা হইলে আপনারাও তাহাতে মাসে ছয় টাকার বেশী কারেণ্ট পুড়াইতে পারিতেন না।

যাহাই হউক আমি স্পষ্টই বলিতেছি, এ বিলের টাকা আমি দিব না। আবশ্যক হইলে দশ বৎসর জেল খাটিতে রাজি আছি—কিন্তু টাকা দিব না। একি মগের রাজত্ব? জানিয়া রাখুন, আমাদের উপর অত্যাচার করা যত সহজ মনে করিয়াছেন উহা তত সহজ নহে। শহরে আমার ক্ষমতাশালী বন্ধুর অভাব নাই—এমনও একজন আছেন যিনি মেয়রকে 'তুই' বলেন। অতএব সাবধান নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিবেন না। ইতি—

চিঠি লেখা শেষ করিয়া স্ত্রীকে দিলাম উহার একখানা নকল রাখিতে, মোকদ্দমা হইলে কাজে লাগিবে। নকল করা হইয়া গেলে চিঠি বন্ধ করিব কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজিয়া একখানা খাম পাওয়া গেল না! চমৎকার বাড়ি! এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিতে চিঠির কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। সকালে উঠিয়া দেখি চিঠিখানা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। চিঠির কথা ভাবিতে গিয়া মনে ঘোর সন্দেহের উদয় হইল। মনে হইল, এ গোলমাল সৃষ্টি করিয়া সত্যই কিছু লাভ হইবে কি? ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোকেরা হীন, কিন্তু হীনের সহিত আচরণে আমি হীন হইব কেন? আর ......তাহারা কি সত্যই হীন?

আবার যেন মনটা কেমন করিয়া উঠিল; মনে হইল যে বিলকলেক্টরকে টাকা দেওয়া হইয়াছে সে ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোক নহে। পরিষ্কার মনে পড়িল, সে লোকটা অনাথ-আশ্রমের জন্য চাঁদা লইতে আসিয়াছিল। আর ষ্টোভের যে কারেণ্ট পুড়িয়াছে তাহাও ত আমাদেরই ভুলে! গত মাসে প্রায় চার পাঁচ দিন সুইচ্ বন্ধ করিতে ভুল হইয়াছে। তাহা ছাড়া টাকা যে দিয়াছি তাহার রসিদ কই? আচ্ছা, এবারের মত কোম্পানীকে ক্ষমা করা গেল। এখন হইতে নিজে মিটার পরীক্ষা করিয়া দেখিব—একটু গোলমাল হইলেই টুঁটি চাপিয়া ধরিব। মোকদ্দমা করিয়া কোম্পানীকে ফাঁসাইব—একি মগের রাজত্ব?

তখনই কোম্পানীকে যে চিঠিখানা পাঠাইলাম তাহা এই:—

ইলেকট্রিক-সাপ্লাই কর্পোরেশন—

মহাশয়গণ, সাড়ে বাইশ টাকার চেক পাঠাইলাম। পাঠাইতে দেরী হইল, সেজন্য ক্ষমা করিবেন। ইতি *

* ইংরাজী হইতে অপহৃত।

নিউথিয়েটার্সের নূতন ছবি 'দিদিতে' দিদির ছোটবোনের ভূমিকায় লীলা দেশাই

'দিদি'তে দিদির ভূমিকায় চন্দ্রাবতী

সিনেমার কথা

শ্রীকখগ

সিনেমায় আমরা এমন অনেক জিনিস দেখিবার সুযোগ পাই, বাস্তব জীবনে যাহা দেখিবার সম্ভাবনা দূরে থাক্ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

টারজনের গল্প অনেকটা এই অসম্ভবের পর্য্যায়ে পড়ে। বন্যপশুর সহিত মিশিয়া মানুষ-টারজন বন্য প্রকৃতির। মানুষ অপেক্ষা পশুর সহিত তাহার অন্তরঙ্গতা বেশি। সে গাছে গাছে লাফাইয়া বেড়াইতে ভালবাসে।

মানুষ এই ধরণের বন্য আবহাওয়ায় মানুষ হইলে তাহার স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন কি রকম বন্য হইয়া ওঠে তাহারই একটা কাল্পনিক রূপ টারজন সিরীজের ছবিতে অনেকদিন ধরিয়া দেখান হইতেছে।

টারজন এক মানবী সঙ্গিনী পাইয়াছিল। তাহারই সাহায্যে সে সভ্যজগতের ভাষা কিছু কিছু শিখিয়াছে। ভ্রমণকারী বিদেশে যাইয়া যেমন কাজচলা গোছের দুই চারিটি বিদেশী শব্দ শিখিয়া লয়, টারজনের ভাষাও অনেকটা সেই রকম।

টারজনকে দেখিলে মনে হয় সে খুব উচ্চস্তরের একজন প্রকৃতি-প্রেমিক কবি বা দার্শনিক। প্রকৃতির ক্রোড়ে তাহার জীবন-যাপন, প্রকৃতির আবহাওয়ায় তাহার বিকাশ। সভ্যতার মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে যাহারা ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছিল, অবশ্য ভালবাসিয়া নহে,—তাহাদের হাত হইতে সে পলাইয়া আসিয়া বাঁচিল। এই গল্পটিই আফ্রিকার অরণ্যের পটভূমিতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আফ্রিকার বাস্তবছবি আমরা ইহার পূর্ব্বে **Trader Horn** নামক ছবিতে দেখিয়াছি। **Trader Horn**এর গল্পেও যে বাস্তবতার আভাস ছিল তাহা **Tarzan Escapes** নামক গল্পে নাই। **Tarzan Escapes** গল্পটা এতই কৃত্রিম বলিয়া মনে হইল যে এত পরিশ্রম আর অর্থব্যয় করিয়া এই ধরণের খেলো গল্প তৈরী করার অধ্যবসায়কে প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। ইহাতে যেটুকু দেখিবার মত তাহা কতকগুলি জন্তুর চাতুর্য্যপূর্ণ অভিনয়। কিন্তু তাহাও সার্কাসে আমরা এত দেখিয়াছি যে উহাতে তৃপ্তি হয় না। মোটকথা ট্রেডার হর্ণের টেকনিক্ এ ছবি অতিক্রম করিতে পারে নাই, অনেক জায়গাতেই তাহার ব্যর্থ অনুকরণ এ গল্পকে আরও নীচুতে নামাইয়া দিয়াছে।

Tarzanএর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিয়াছেন তাঁহার নাম **Johnny Weissmuller**। ইনি একজন বিখ্যাত সাঁতারু। একটি দৃশ্যে ইহার সাঁতারের কৌশল দেখা গেল। কিন্তু গল্পের কোন জোর না থাকাতে তাহার কোন মর্য্যাদা ইহাতে নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে মেট্রোতে **Suzy** নামক যে ছবিখানা দেখানো হইয়াছে তাহার একটা বিলিতি সমালোচনা পড়িয়া আমার কতকগুলি কথা মনে হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সমালোচনাটার একটু নমুনা দেই।

সমালোচক বলিতেছেন,—**Suzy** ছবিখানা দশ পনের বৎসর পূর্ব্বে তৈরী হইলে বোধ হয় ভাল হইত। ছবির ঘটনাকাল

(উপরে) কলম্বিয়ার সুন্দরী অভিনেত্রী জোয়ান পেরী।

সাধনা বসু

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চাসের আলিবাবা চিত্রে মর্জ্জিনার ভূমিকায় সাধনা বসু।

অসম্ভব জিনিসও দর্শক সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। গল্পের বেগটাই তো গল্পের রস জমাইয়া তোলে। আমাদের কোন পৌরাণিক গল্পে যদি দূরে একখানা ট্রাম বা মোটর গাড়ী ছুটিতে দেখি তাহা হইলেও মনে কিছু করিব না, যদি গল্পে প্রাণশক্তি সরলভাবে প্রকাশ পায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের Shooting লওয়া হইতেছে এমন সময় আকাশপথে Imperial Airways-এর একখানা বিমান শ্রীকৃষ্ণের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল এবং ছবিতে তাহা উঠিল। এক্ষেত্রে যুদ্ধে যদি বাস্তবতা ফোটে তাহা হইলে ঐ বিমানকে হয়ত ক্ষমা করিব। কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে ইহা এখনও দুরাশা, এখনও ছবিতে একটা পরিপূর্ণ বেগবান গল্প হইতে দেরী আছে। সুতরাং ছবিতে ভুল-ভ্রান্তি যত কম থাকে সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গত মহাযুদ্ধের কাল। গল্পটা অনেকগুলি সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অবাস্তব ব্যাপারের খিচুড়ি। ইতিপূর্ব্বে কোন একখানা ছবিতে এতগুলি অসম্ভব ব্যাপার একসঙ্গে দেখা যায় নাই।

ছবিখানাতে এত ত্রুটি আছে এবং এত ভ্রম-প্রমাদ আছে যে এই ছবির প্রস্তুতকারক স্পষ্টতঃই ছবি প্রস্তুতের কোন আদর্শ মানেন নাই। এ ছবিতে একই দৃশ্যে আধুনিক পোষাক এবং পারিপাট্য, আধুনিক ফ্যাসানের লিমুজিন—অর্থাৎ মোটর গাড়ী এবং যুদ্ধ-পূর্ব্ব মোটর গাড়ী একই দৃশ্যে দেখান হইয়াছে। এ ছবিতে লণ্ডনের একটি বিবাহ দ্বিপ্রহর রাত্রে ঘটানো হইয়াছে—ইহা ছাড়া আরও শতপ্রকার স্থানকাল সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতা এ ছবিতে আছে। কিছু মনোরঞ্জন ব্যতীত এ ছবি তৈরীর সার্থকতা লেশমাত্র নাই। **M.-G.-M.** নাকি নিজেরাই বুঝিতে পারিতেছেন না ছবিখানার এত কাট্‌তি হইল কি করিয়া।

আসল কথা Suzy-তে প্রত্যেকটি জিনিস এমন আছে যাহা কোন ছবিতে থাকা উচিত নহে, কিন্তু ছবির এমন একটি গুণ আছে যাহা প্রত্যেক ছবিতে থাকা উচিত। সে হইতেছে প্রাণশক্তি। ইহাতে এমন একটি মুহূর্ত্ত নাই যাহা মনকে সর্ব্বদা সচকিত এবং জাগ্রত করিয়া রাখে না। ছবির এমন একটা বেগ আছে যে দর্শককে ঠেলিয়া লইয়া চলে, কোথাও থামিবার অবকাশ দেয় না। ···সমালোচক Suzy সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিয়াছেন।

সিনেমা ছবি সম্বন্ধে এই কথাটা মূল্যবান কথা। ছবির গল্পে একটা বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে পারিলে অনেক

জোয়ান-ক্রফোর্ড

শীঘ্রই ইঁহাকে ক্লার্ক গেবলের সহিত মেট্রোর এক ছবিতে দেখা যাইবে।

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড্

প্রতিষ্ঠাতা-সম্মান-উৎসব —৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৭

ইংরাজী ১৯১৮ সালে—
শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ দে মহাশয় (মধ্যস্থলে উপবিষ্ট)
কর্তৃক স্থাপিত

মোটর গাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ
ভারতে এই প্রতিষ্ঠানই প্রাচ্য জগতের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; এবং ভারতবাসী
মাত্রেরই গৌরবের বস্তু।

বিচিত্র বার্ত্তা

আমেরিকায় কিছুদিন পূর্ব্বে এক মটরগাড়ীর একজিবিশন হ'য়ে গেছে। এর বিশেষত্ব ছিল এই যে—যে সবচেয়ে সেকেলে মডেলের পুরানো গাড়ী হাজির করাতে পারবে, সেই পাবে প্রথম পুরস্কার। এক সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই পুরস্কার প্রাপ্ত হবার সময় নাকি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন যে তিনি তাঁর গাড়ীখানি রাখার জায়গা খুঁজে পান না এবং অনেক কষ্টে বহুদূরে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। গাড়ীখানি! মাত্র টু সিটার ছিল।

বাতাসের নির্লজ্জ অত্যাচারকেও মানুষ আর্টের নমুনায় পরিণত করতে পারে। তার প্রমাণ—ইদাহো নামক একস্থানে একব্যক্তি জনসঙ্কুল পথ দিয়ে বিচরণ করছিলেন। হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়া উঠলো। হাওয়ার প্রবল দাপটে ভদ্রলোকটির বাহিরের ঢিলা পোষাকটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উড়তে লাগলো। ভদ্রলোক এরকম বিপদে পড়েও লজ্জায় হতবুদ্ধি হলেন না। তিনি মুক্তবাস হয়ে তাণ্ডবনৃত্য করতে করতে ছুটতে লাগলেন। দর্শকরা এ দৃশ্য সত্যই উপভোগ করেছিল। বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

আমেরিকার এক ইনকামট্যাক্স আফিসে নাকি আগুন লাগে। আগুন নেভাবার জন্য যখন সকলে ছুটোছুটি করছিল এমন সময় এক ব্যক্তি নাকি এক বাজনাওয়ালার ব্যাগপাইপ ভাড়া ক'রে আনে এবং তাই দিয়ে আগুনে হাওয়া দেবার চেষ্টা করছিল। পুলিশ তাকে সরিয়ে দেয় কিন্তু পরে জানা যায় যে সে পাগল নয় তবে তাকে অনেক টাকা ইনকামট্যাক্স দিতে হয়।

বিলাতের মফঃস্বলের এক আদালতে নাকি সাক্ষ্য দেবার জন্য এক কাকাতুয়াপাখীকে হাজির করা হয়। কাকাতুয়ার এজাহার কোর্ট গ্রহণ করেছিল কি না, তা জানা যায়নি। তবে তার উপস্থিতি আদালতে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। হাসির বেগ থামাতে সকলকে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল।

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। লেডী রীড প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে, শ্রীযুক্তা হেমনলিনী দেবী, শ্রীযুক্ত ডি, পি, খৈতান, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গত জানুয়ারী মাসে এই প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

কুমারী লক্ষ্মীরাণী পাল (মহেশ্বরপাসা, দৌলতপুর)

ইঁহার একটি রঙীন সূচীশিল্পের কাজ (বংশীধারী) এই সংখ্যায় অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব্ লেট্ বি সরকার

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আমাদের এখানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি সোনার নানা প্রকার হালফ্যাশনের গহনা ও জুয়েলারী সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ীও তৈয়ারী হয়। মজুরী অনেক কম। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[ফোন: বড়বাজার ১৭৬১] [টেলি: ব্রিলিয়ান্টস]

বংশীধারী

পাট

প্র, না, বি

বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও পাট চাষ হয় না, বাংলাদেশ ছাড়া এত কবিও বোধ হয় কোথাও নাই, তবু কেহ পাটের বিষয়ে একছত্র লিখিয়াছে কি? পাট বাংলাদেশকে বিশিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু পাটের প্রতি কোন বাঙালী এতটুকু শিষ্টতা করে নাই। পাট সর্ব্বদা চোখে পড়ে, সে বিষয়ে কেহ কিছু লেখে না, পারিজাত কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই—অথচ সে বিষয়ে কত কবিতা। এমন কি বস্তুতান্ত্রিক কবিরাও পাটের সম্বন্ধে কাব্য রচনা করে নাই—অথচ পাটের চেয়ে বাস্তব আর কি আছে! লোকের ধারণা পাট লইয়া হিসাব করা চলে, সাহিত্য রচনা নয়।

কিন্তু পাট, তোমার বিচিত্র লীলা! স্কটলাণ্ডের ব্যবসায়ী খবরের কাগজের দূরবীন কষিয়া বাংলার অখ্যাত পল্লীসীমার দিকে চাহিয়া আছে, আবার বাংলাদেশের ব্যবসায়ী খবরের কাগজের দূরবীন কষিয়া ফ্রান্সের বিখ্যাত সীমান্তের দিকে চাহিয়া আছে; কবে পাট কাটা হইবে, কবে ট্রেঞ্চ কাটা হইবে! বেতারের যে বিদ্যুৎতরঙ্গ অহরহ আকাশে অলক্ষ্য ঊর্ণাজাল বুনিতেছে, তাহা যদি লক্ষ্যগোচর হইত, তবে দেখিতাম তাহার অনেকগুলিই তোমার জন্ম-মৃত্যুর আভাসে পূর্ণ।

পাট, তুমি যে কেবল অংশুজালের দ্বারা নিজের দেহ গঠন করিয়া তুলিতেছ তাহা নয়, সেই সঙ্গে মানবের বিচিত্র সুখ-দুঃখের ইতিহাস বয়ন করিয়া চলিয়াছ! রঙীন জার্ম্মান আলোয়ান দিয়া পল্লী হেক্টর পল্লী হেলেনার মন হরণ করিতেছে! আবার রঙীন পাটের শাড়ি না দিতে পারিয়া কত পল্লী প্রণয়ী প্রণয়িনীকে চিরদিনের জন্য হারাইতেছে।

মানুষের অদৃষ্টের টানা-পোড়েনের একটাতে সুখ আর একটাতে দুঃখ, কিন্তু বিধাতার টানা-পোড়েনে যে বিশ্ববস্ত্র রচিত হইতেছে তাহার একটা সুতা মানব, একটা সুতা প্রকৃতি, একটা দিকে পাট আর একটা দিকে পাটোয়ার।

কিন্তু পাট, তোমার মত এত বড় বিপ্লবী বাংলাদেশে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। তুমি প্রকৃতির কম্যুনিষ্ট। আদি মাতা ইভার পতনের কথা জানি; নিউটনের বাগানে আপেল ফলের পতনের কথা জানি; কিন্তু বাজারে যখন তোমার দর পড়িয়া যায়, সে পতন সকলের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। বাজারে তোমার দর পড়িয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে বাংলার অর্দ্ধেক সমস্যার সমাধান হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম বিপ্লব বাংলাদেশে ঘটিয়াছে—বাঙালী যেমন ভাবে পছন্দ করে ঠিক সেই ভাবে—খাটিতে হয় নাই, ভাবিতে হয় নাই, কে বলিল চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না!

পাট, তোমার পতনে পণপ্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, জমিদার-শ্রেণী উচ্ছন্ন হইতেছে, মহাজনেরা হীনজন হইয়া পড়িতেছে এবং কৃষকেরা চাষ ছাড়িয়া কলে মজুরি আরম্ভ করিয়া ইন্‌ডাষ্ট্রীয়ালিজ্‌মের সত্যযুগের সূচনা করিতেছে! পাট, তুমি ঘটোৎকচের অপেক্ষাও বৃহত্তর, তুমি একাধারে রাজা প্রজা, ধনী ঋণী, চাষী চাষা সকলের ঘাড়ে পড়িয়া পিষিয়া সমান করিয়া দিয়াছ;—ঘটোৎকচ তো কেবল কৌরবদের উপরে পড়িয়াছিল।

আবার তোমার দিন আসিবে কি না জানি না। ইউরোপ কি আবার আমাদের অবস্থার উন্নতির জন্য লড়াই বাধাইবে? লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়া ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়িয়া আমাদের টাকার থলি স্ফীততর করিয়া তুলিবে? অনেক আশার পরে যুদ্ধ বাধিলে হয় তো দেখিব বৈজ্ঞানিক যোদ্ধারা অন্য কোন ভাবে তোমার অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে। অতএব তোমার দিন যে আর ফিরিবে, এমন মনে হয় না।

দুঃখ করিও না পাট, তুমি কর্ষণের ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইয়া কৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থান পাইবে। বাংলার হৃদয় হইতে অপসারিত হইলেও বাঙালীর হৃদয় হইতে অপসৃত হইবে না। বাঙালী সুখের দিন স্মরণ করিয়া বলিবে, সে দিন বাংলায় পাট ছিল। তুমি ফিরিবে না, ফিরিয়াও কাজ নাই—দীর্ঘনিশ্বাসে তোমার তনুদেহ লীলায়িত হইতে থাকুক। আমরা বলিব তুমি ফিরিবে না—যেমন ফিরিবে না সত্যযুগ, যেমন ফিরিবে না স্বর্ণমান, যেমন ফিরিবে না উর্ব্বশী! তেমনি ফিরিবে না পাট—বাংলার নিজস্ব, স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট—একাধারে সম্পদ ও স্বপ্ন! সত্যযুগ, উর্ব্বশী ও পাট!

বিরাট আমদানী
সস্তার চূড়ান্ত!!
ছেলেদের
ঠেলাগাড়ী, মোটর,
এরোপ্লেন,
ট্রাইসাইকেল
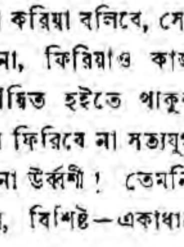
মোটর সাইকেল,
সর্ব্বপ্রকার
সাইকেল ও
সরঞ্জাম।
ক্রেসেণ্ট সাইকেল মোটর কোং
১৫৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যিনিই সৌন্দর্য্যের গোপন কথাটি জানেন
তিনিই
কেশের সৌন্দর্য্যের জন্য

কেশোলা
এবং
লাইমজুস এণ্ড গ্লিসারিন
রোজই
মাখেন
আপনিও আজ থেকে রোজই মাখুন।

জে.এন. দত্ত
এণ্ড কোং
২০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায়, এল, এম্, এস্, মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল
ও মূর্চ্ছা, মৃগী, হিষ্টিরিয়ার রোগী আরোগ্য করিয়াছে—
মূল্য প্রতি শিশি ৫৲

এস্, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭-৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও ৩৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যবসায়ীদের স্বর্ণ সুযোগ

মাসে মাত্র ।৹ আনা হইতে ২৲ পর্য্যন্ত প্রিমিয়ামে সর্ব্বপ্রকার
ছোট ছোট বীমার সুবিধা আছে।
আধুনিক প্রণালীতে ও অনুকূল সর্ত্তে বীমা করা হয়।
এবং পলিসি বাজেয়াপ্ত হয় না
এজেন্টদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়—
নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন—

দি ন্যাশন্যাল ইনডাষ্ট্রীয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ

৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

জি, সি, টকিজের

ইন্দিরা

শ্রেষ্ঠাংশে :—

জ্যোৎস্না, বিনয়
অহীন্দ্র, শেফালিকা

পরিচালক :

তড়িৎ বসু এম, এ, বি, এল

ডোয়ার্কিনের
বুলবুল অর্গ্যান
সুমধুর প্রাণস্পর্শী
সুর ও মজবুত
গঠনের জন্য
বিখ্যাত।
সচিত্র ক্যাটলগের
জন্য পত্র লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

১১, এসপ্লেনেড, কলি

কালী ফিল্মের
শ্রেষ্ঠ অবদান

"দস্তুরমত টকি"

শ্রী সিনেমায়—
প্রদর্শিত হইতেছে

জে, সুর এণ্ড কোং
জরীপ ও নক্সার যন্ত্রাদি
আমদানীকারক
১০৪, রাধাবাজার, কলিকাতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে (৩০।১।৩৭) গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত উৎসব।

উপরে। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রীদের মার্চ্চ।

নীচে। ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতেছেন।

উপরে। সমবেত ছাত্রদের রিহার্সাল।

বামে। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের মার্চ্চ।

নীচে। আশুতোষ কলেজের ছাত্রীদের মার্চ্চ।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী শোভাযাত্রা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদিবসে বিউগলবাদক দল।

ষাঁড়

শ্রীগণেশ

পয়লা ফেব্রুয়ারী।

ছুটির পর অফিস হইতে ফিরিতেছি। অন্যদিন অপেক্ষা আজ একটু দেরিই হইয়াছে। ডালহৌসি স্কোয়ারের এক মোড়ে ট্রামে উঠিলাম। এক ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। গাড়ি আর একটু অগ্রসর হইলে দেখিলাম, আপ্ লাইনের উপর ছয় সাত খানি গাড়ির গতিরোধ করিয়া একটা বিরাট ষাঁড় শুইয়া আছে। জন দশেক কণ্ডাক্টার ও ড্রাইভার মিলিয়া তাহাকে লাঠি দিয়া খোঁচাইতেছে, ল্যাজ, শিঙ, পা ধরিয়া টানিতেছে। কিন্তু ষাঁড়টির কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে অৰ্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে নির্ব্বিকার অবস্থায়ই রহিয়াছে।

কিন্তু ষাঁড়টির কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

পাশের ভদ্রলোকটি তো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেখুন, দেখুন—

কিন্তু দেখা হইল না। আমাদের গাড়িখানি অগ্রসর হইয়া গেল।

ভদ্রলোক বলিলেন, দেখুন, ষাঁড়কে যে শিবের বাহন বলে, তা খুবই ঠিক। দুজনের মিল কি রকম দেখুন—শিব যেমন···

হঠাৎ ভদ্রলোক উঠিয়া আমার উপর দিয়া জানালার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পিক্ করিয়া খানিকটা পানের পিচ ফেলিলেন। আমাকে ঐ সময়টা বাধ্য হইয়াই দম বন্ধ করিয়া উৰ্দ্ধমুখী হইয়া থাকিতে হইল।

ভদ্রলোক বসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, কি বলছিলুম—ও—শিব যেমন মোটাসোটা, ষাঁড়ও তেমনই মোটাসোটা, শিব যেমন ভোলানাথ গম্ভীর সর্ব্ববিষয়ে নির্ব্বিকার, ষাঁড়ও ঠিক তেমনই; আবার শিব যখন রাগেন—তখন যেমন প্রলয় ঘটান, ষাড়ও ঠিক তাই করে। কি বলেন? ষাঁড় ছাড়া···

ভদ্রলোক আবার উঠিয়া পড়িলেন।

হ্যাঁ, কি বলছিলুম—দেখুন, বড়লাট যে গোচ্চার ষাঁড় ছেড়ে দিতে বলছেন, কিন্তু তাতে পথে ঘাটে কত বিপদ যে বাড়বে সে খেয়াল আছে? এইটেই দেখুন না, ও কি সহজে উঠচে ভেবেছেন? থাকতেন বড়লাট ঐ ট্রামে, বুঝতেন ষাঁড় কি? মোটরে করে ঘুরে বেড়াবেন, ষাঁড় এখানে শুল তো পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন—আপনি কতদূর যাবেন?

শ্যামবাজার।

ও—তা বেশ যাওয়া যাবে গল্প করতে করতে। হ্যাঁ, কিছু যদি না মনে করেন, আমাকে ঐ জানালার ধারটায়—মানে, পানের পিচ না ফেললে আমার চলে না—আর বুঝতেই পারছেন তো—আপনারও তো অসুবিধে—

বিরক্ত হইলেও আমি জানালার ধারটা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

আমি ঐ হেদোর মোড়েই নামব। হ্যাঁ—কি বলছিলুম—হ্যাঁ সেবার—সেই নুন তৈরীর সময়, মশায়—মহিষবাথানে যাচ্ছিলুম বাসে করে—নুন তৈরি দেখতে। খানিকটা তো ভাল রাস্তা—সান বাঁধানো—মানে একেবারে কন্‌ক্রিট করা—তারপর যে রাস্তা আরম্ভ হ'ল—তা যেমন উঁচু নীচু, তেমনই সরু, তার ওপর কি বড় বড় খোয়া! ভেতরে আমরা গুটি পাঁচ ছয় লোক, একবার ওপরে চালেতে ঠক করে মাথাটা গিয়ে ঠেকছে, আবার সীটের ওপর ধপ্ করে এসে পড়ছি—সে না গেলে বুঝতে পারবেন না। ঐ ভাবে তো চলেছি, হঠাৎ সামনে দেখি দুটো ছোট ছোট ষাঁড় মাথায় মাথা লাগিয়ে পরস্পরকে ঠেলছে। ড্রাইভার তো কষে হর্ণ দিলে। কিছুতেই কিছু হল না।

মাথা লাগিয়ে পরস্পরকে ঠেলছে।

ড্রাইভারটা শেষে পাশ দিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে যাবে মনে করে গাড়ি তো খুব জোরে চালিয়ে দিলে। আমরা কজন হুড়মুড় করে সামনের সীটের লোকদের ওপর গিয়ে পড়লুম, মনে হল গাড়িটা উল্টে গেল। আমি তো চোখ বুজে রইলুম। চোখ যখন খুললুম, তখন দেখি বাসখানা পাশে খেনোজমির মধ্যে দাঁড়িয়ে—না, ওল্টায় নি—মানে ড্রাইভারটা ভাল ছিল কিনা—

নেবেন নাকি ?

ভদ্রলোক একটা ডিবা খুলিয়া গোটা চারেক পান মুখে দিয়া বলিলেন, নেবেন নাকি ? দোক্তা দেওয়া নয়, সে আলাদা আছে।

আমি বলিলাম, না।

আমি, মশায় এই পানেতেই বেঁচে আছি। ও হাঁা, বড্ড ভুলে গিয়েছিলাম তো, ষাঁড়ের গল্প যদি শুনতে চান তো শুনুন। সেবার ডায়মণ্ডহারবার থেকে ফিরছি—বাসে নয়, ট্রেণে। ডায়মণ্ডহারবারে আমার মামাশ্বশুর থাকেন। লোকটা খুব ভাল। আমায় খুব যত্ন-টত্ন করেছিল। আর করবে না-ই বা কেন, আপন ভাগ্নীজামাই। সাত দিন সেখানে ছিলুম। হাঁা—কি বলছিলুম—ও—ডায়মণ্ডহারবার থেকে ট্রেণে ফিরছি। মগরাহাট সবে পেরিয়েছি—তখন সন্ধ্যে হয় হয়, হঠাৎ মাঠের মাঝখানে গাড়ি থেমে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখি, সিগন্যাল-টিগন্যাল কোথায়, মশায়, কিছু নেই। ইঞ্জিনটা খুব সিটি দিচ্ছিল। মিনিট দশেক বসে বসে দেখলুম সব লোক নেমে সামনের দিকেই যাচ্ছে ; শেষে আমিও আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নামলুম। এগিয়ে গিয়ে দেখি ঠিক লাইনের ওপর একটা মস্ত ষাঁড় শুয়ে। ওঃ, অত বড় ষাঁড় আমি দেখিনি। লোকে বলছিল, কাছেই কোন মন্দিরে কালভৈরব আছেন, ষাঁড়টা তাঁরই। শুয়ে আছে—ঠিক যেন ব্যর্থপ্রেমিক, আত্মহত্যা করতে চায়। ব্যাটা জানত না, আর একটু এগিয়ে এসে ঢাকুরের সুইসাইড লেকে ডুবে মরতে পারত, কেউ বাধা দিত না, কি বলেন, অ্যাঁ ? আমরা ঐ বলি, সুইসাইড লেক ফর দি ডিসাপয়েন্টেড ইন লাভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন লাইফ বুঝলেন ! হাঁা—তারপর কি বলছিলুম—ও—সে ষাঁড় তো নড়ে না, মশায়। সবাই হ্যা-রা-রা-রা করে খুব ঠেলতে লাগল, ষাঁড় কেবল ল্যাজটা একবার চারদিকে নেড়ে দিয়ে বসে রইল। মাথার কাছে কেউ যেতে সাহস করে না—ষাঁড়টা মাথা নাড়ে। ড্রাইভার তো কয়লা-তোলা কোদাল খানচারেক নিয়ে এসে

কয়লা-তোলা কোদাল নিয়ে এসে খোঁচাতে লাগল।

খোঁচাতে লাগল। চাড় দিয়ে সরাতে চেষ্টা করলে, কোদাল-গুলো গেল বেঁকে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, গাড়িতে সব আলো জ্বলছে, ইঞ্জিনের সামনের বড় আলোটাও জ্বলছে। গার্ড-টার্ড সবাই আমরা লাইনের ধারে সার বেঁধে বসে গেলুম ভাবতে। রগদুটো আঙ্গুলে টিপে ভাবছি, এমন সময় কতক-গুলো লোক উঠে চলে গেল, বললে একবার বাবার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এলে হয়তো কিছু সুবিধে হতে পারে। মুসলমান যারা ছিল, তারা তো সেইখানেই বাতাসের মধ্যে অজু করে নমাজে বসল। গার্ড আর ড্রাইভারটার গায়ের রং তো আমাদের মতই—তবে ওরা বোধ হয় খ্রীষ্টান ছিল, তাই সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে 'ও লর্ড' বলে প্রার্থনা সুরু করে দিলে। আমি তো পাশের লোকটার হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে ষাঁড়টার সামনে গিয়ে বার কয়েক খুললুম আর বন্ধ

করলুম, ব্যাটা দুবার মাথা নেড়ে শেষে চোখ বুজে রইল : হ্যাঁ, ইঞ্জিনের আলোটায় বেশ দেখা যাচ্ছিল। তারপর ড্রাইভারটা হঠাৎ উঠে পড়ে একখানা বাঁকা কোদাল নিয়ে কতকগুলো জলন্ত কয়লা নিয়ে এল। লোকেরা কিন্তু সে কয়লা ষাঁড়ের গায়ে ফেলতে দিলে না ; বললে, সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। অগত্যা আবার সবাই বসে রইলুম। রাত তখন কত হবে জানি না, দশটা কি এগারটা। দুদিকের দুই ষ্টেশন থেকে দুটো ট্রলি এসে হাজির। ও—এযে কালীতলা এসে গেল—আচ্ছা, এইখানে উঠি—একবার গুপীদাদের সঙ্গে দেখাটা করেই যাই। আবার দেখা হবে, কি বলেন ? ওঃ, মান্থলি টিকিট করে কি সুবিধেটাই করে দিয়েছে, মশায়—হ্যাঁ হ্যাঁ—নমস্কার।

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভদ্রতাবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া আর কোথায়ও উঠিয়া যাইতে পারি নাই। আর তাহা সম্ভবও ছিল না, দারুণ ভিড়।

* * * * *

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিলাম বাড়িওলার ছেলে বসিয়া আছে। বলিল, বাবা বললেন ভাড়াটা এমাসে দুদিন আগে দেন তো বড্ড উপকার হয়।

বলিলাম, বস আসছি।

ভিতরে প্রবেশ করতেই গৃহিণী বলিলেন, মাইনে পেয়েছ ?

হ্যাঁ, কেন ?

তুমি জামাটামা ছাড়, আমি আসছি।

জামা ছাড়িয়া কাপড়টা বদলাইয়া ফেলিলাম। গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, দেখ, কি চমৎকার কাপড়খানা। পীসবুদ্ধ আছে। সাড়ে সতেরটা টাকা আজ দিতেই হবে।

আমার তখন পা কাঁপিতেছে, সেইখানেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম। মাহিনার সদ্যপ্রাপ্ত নোট ও সদ্যক্রীত মান্থলি টিকেট সহ পার্সটি পকেট হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

গৃহিণী ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, কি হল, আঁ্যা ? অমন করছ কেন ? ব্লাডপ্রেসারটা আবার বাড়ল বুঝি ? এত বলি, কিছুদিন ছুটি নিয়ে চল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি—তা নয়—ওরে রামগোপাল, রামগোপাল—যা যা—শীগগির গিয়ে একবার ধীরেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়—বলবি, বাবু আপিস থেকে এসে কেমন করছেন—যা যা, ছুটে যা—ও মাগো!

আমার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না। দৃষ্টিপথ হইতে তখন সব কিছু মুছিয়া গিয়াছে। দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া দেখিতেছি কেবল—সরিষার ফুল নয়, ষাঁড়। দেখিলাম, গৃহিণীর মুখটাও যেন লম্বা হইয়া গিয়াছে। মাথার দুই পাশের দুইটি সুপুষ্ট শিঙ উঁচাইয়া সে আমারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চোখ বুজিলাম।

দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ
হেড অফিস :—২৯ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা
—:*:—
শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, রায় বাহাদুর জলধর সেন, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদের বাণী বহন করিয়া ইহার যাত্রা সুরু করিয়াছে।
উচ্চ কমিশনে বা বেতনে সর্ব্বত্র সুদক্ষ শেয়ার সেলিং এজেণ্ট আবশ্যক।
বোনার এণ্ড কোং
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

"সাড়ী"
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
২০৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—
টাওয়ার ব্লক,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা